১০-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শিববাবার চিত্র ঘরে রেখে, ক্ষণে ক্ষণে গিয়ে চিত্রের সামনে বসে কথা বল, তাহলে সারা দিন স্মরণে থাকবে"

প্রশ্ন : -- নতুন এবং অনন্য ভালোবাসা কি ? যা শুধুমাত্র সঙ্গমেই অনুভব হয় ?

উত্তর :-- বিচিত্র বাবার সঙ্গে ভালোবাসা - এটিই হল নতুন। তোমরা জানো নিরাকার বিচিত্র (যার শরীর নেই) বাবা এই সাকার দেহে উপস্থিত আছেন, আমরা ওঁনার সম্মুখে বসে আছি, সঙ্গমে আমরা সরাসরি ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রাপ্ত করি - এটাই হল নতুন এবং অনন্য ভালোবাসা। সম্পূর্ণ কল্প দেহধারীদের ভালোবেসে, এখন বিদেহী বাবাকে ভালোবাসতে হবে। এমন ভালোবাসা সঙ্গমেই সম্ভব।

গীত :- কে এল আজ আমার মনের দুয়ারে ....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে বেহদের বাবা হলেন বিচিত্র এবং এখন নতুন ভালোবাসা নিয়ে আমরা বাবার কাছে বসে আছি বা এসেছি। একেই নতুন ভালোবাসা বলা হয়। ঈশ্বরের ভালোবাসা শুধু একবারই বাচ্চারা প্রাপ্ত করে। বাচ্চারা বুঝে যায় সঠিকভাবে পরম পিতা পরমাত্মাকে আমরা সবাই স্মরণ করি। তিনি বসে বাচ্চাদের পড়ান। তিনি হলেন নিরাকার বিচিত্র বাবা এনার (ব্রহ্মাবাবার) দেহে এসেছেন। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। আমরা এখন ওনাকে জেনেছি, চিনেছি। এই ভালোবাসাও অনন্য। যদিও সর্বদা দেহধারীকেই ভালোবাসা হয়। ইনি হলেন বিদেহী, দেহ ব্যতীত। আমরা ওঁনার সম্মুখে বিরাজিত। তিনি খুব ভালোবেসে পড়ান। সুতরাং নতুন কথা হল কিনা। পূর্বে যে আশা ছিল - ধন প্রাপ্তি হোক, মহল প্রাপ্তি হোক, সেসব আশা বদলে গেছে। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় তোমাদের আশা বদলে গেছে। আমরা এখন বাবার কাছে বিশ্বের মালিক হওয়ার পুরুষার্থ করছি। এখন তোমরা সম্মুখে বসে আছ। জানো তিনি হলেন সর্ব আত্মাদের পিতা পতিত-পাবন শিব। স্মরণও ওঁনাকেই করা হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে বসে আছ। মনে উৎসাহ আছে - বেহদের বাবার কাছে, বেহদের বর্সা নিতে হবে। ইনি হলেন কত বিচিত্র, অনন্য, ওয়ান্ডারফুল বাবা! এইসব আর কেউ জানেনা। শুধু তোমরাই জানো যে বাবা কিভাবে আপন করে পড়ান। সুতরাং এমন কি যুক্তি রচনা করা যায় যাতে ক্ষণে ক্ষণে বাবাকে স্মরণ করতে পারি ? বাবা পরামর্শ দেন - প্রত্যেকে নিজের ঘরে শিবের চিত্র রাখো। শিববাবার চিত্র দেখে ভাববে - বেহদের বাবা পতিত-পাবন এসেছেন পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করতে। ওঁনার কাছে আমরা এখন ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন বর্সা প্রাপ্ত করছি, স্বর্গের স্ব রাজ্যের। আত্মা জানে - আমরা স্বর্গে গিয়ে দেহ সহ রাজ্য করব। যে কথা কখনও স্বপ্নেও ছিলনা, এখন তিনি এসেছেন তাই নিজের একটি ঘরে শিবের চিত্র রেখে তাতে লিখে দেওয়া উচিত - বাবা এসেছেন। ওঁনাকে তো আসতেই হয় স্বর্গ স্থাপনা করতে। নরকবাসীদের স্বর্গবাসী করতে। ক্ষণে ক্ষণে শিববাবার চিত্র দেখলে স্মরণে থাকবে। চিত্র গলায় (লকেটে) পড়ে থাকে অনেকে। যেমন স্বামীর চিত্রও গলায় পড়ে তাইনা। বাচ্চারা তোমাদের জন্যেও তৈরি করানো হচ্ছে। পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করা অতি অনুপম। অন্য সবার স্মৃতি একত্র করে একের স্মরণে থাকতে হবে। যেমন ভক্তি মার্গেও নিজের বাড়িতে পূজোর ঘর অথবা মন্দির তৈরি করা হয় তাইনা, তেমনই জ্ঞান মার্গেও আলাদা ঘরে কেবল শিববাবার চিত্র

রাখা উচিত। মানুষ বোঝে - ব্রহ্মাকুমারীদের মুরলি বিকার মুক্ত করে দেয়। আরে, এতো ভালো কথা তাইনা। পবিত্র হতে অবশ্যই বিকার ত্যাগ করতে হবে। তারা রেগে যায় - ভক্তি কেন ছেড়ে দাও ? আচ্ছা, আমরা ভক্তি করি কিন্তু কেবল একজনের, দ্বিতীয় কারোর নয়। অন্য সব দিক থেকে বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

তোমাদের যুদ্ধ হল মায়ার সঙ্গে। তোমরা বাবাকে স্মরণ কর, মায়া বিস্মৃত করার চেষ্টা করে। শিববাবার কাছে আমরা বর্সা প্রাপ্ত করি - এমন স্মরণ করতে থাকবে। শিববাবাকে দেখতে থাকলে তোমাদের কুঠি বা ঘর বৈকুন্ঠে পরিণত হবে। মীরাও যখন ভক্তি করেছে তখন বৈকুন্ঠের সাক্ষাৎকার করেছে। তাকেও শিববাবা-ই সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা এখন এসেছে - আমরা শিববাবার কাছে বিশ্বের মালিক হই। ভক্তিমার্গে তো এইসব জানা থাকেনা যে - শিব কি করেন ? ওঁনার কাছে স্ব-এর বলিদান কেন করা হয় ? তোমরা বুঝতে পারো - শিববাবা হলেন সর্বোচ্চ, ওঁনাকেই পরমাত্মা বলা হয়। পরমাত্মার কাছে নিশ্চয়ই নতুন কিছু প্রাপ্ত হবে। ওঁনাকে হেভেনলি গড ফাদার বলা হয়। স্বর্গে আছেন শ্রীকৃষ্ণ, ওনাকে ফাদার বলা হবেনা। তিনি তো হলেন সন্তান। স্বর্গ স্থাপন করেন যিনি , তিনি হলেন নিরাকার পিতা। তিনি দেহধারী নন। যদিও আজকাল সবাইকে ফাদার বলা হয়। গান্ধীকেও বাপুজি বলা হয়। কিন্তু সব ধর্মের মানুষ বলবেনা। অর্থ তো বোঝেনা। তোমরা জানো - সবার বাপুজি হলেন শিববাবা। শিব দাদা নন , বাবা। তিনি নিরাকারী দুনিয়ায় বাস করেন। কৃষ্ণকে স্মরণ করবে কিন্তু তিনি হলেন বৈকুন্ঠ বাসী। ঋষি মুনি জন সবাই হলেন দেহধারী এখানে বাস করে গেছেন। পরমাত্মা হলেন নিরাকার, ওঁনার কোনও দেহ নেই। সর্বব্যাপী-র জ্ঞানে কারো বুদ্ধি কাজ করেনা। বাবা এসে বুদ্ধির তালা খোলেন। এখানে হল নতুন কথা। অন্য কোনো সৎসঙ্গে এমন ভাবেনা যে শিববাবা জ্ঞান প্রদান করেছেন। সেখানে তো সবাই দেহধারী বসে থাকে। তোমাদের নিশ্চয় আছে - আমরা নিরাকার বাবার কথা শুনি। নিরাকার অবশ্যই সাকারে এসে নিজের পরিচয় দেবেন। কল্প-কল্প বাবা আসেন। এসে মালিক করেন। তবুও মায়া খুব বিচলিত করে ! বিঘ্ন বাধা সৃষ্টি করে। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অসুরের বিঘ্ন পড়ে। দেহ অভিমান আসলেই বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। বাবা বলেন - নিজেকে অশরীরী ভাবো। আমরা বাবার আপন হয়েছি। বাবা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। এই শরীর ত্যাগ করে এবার ফিরে যেতে হবে। নিজের সঙ্গে কথা বল। সূক্ষ্ম দেহধারী বা স্থূল দেহধারী সবার স্মৃতি ত্যাগ করতে হবে। পাক্কা নিশ্চয় করতে হবে। আমরা আত্মারা পরমধাম থেকে নেমে এসেছি। আমরা সেখানকার বাসিন্দা। সত্যযুগে এত জন্ম রাজত্ব করি। ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ, এবার নাটক পূর্ণ হচ্ছে। ফিরে যেতে হবে। বাড়িতে কোনো হাঙ্গামা হলে একটি ঘরে শিবের চিত্র রাখো।

ব্রাহ্মণরা স্ত্রীদের শিবের পূজো করতে বারণ করেন। কিন্তু শিববাবা তো আসেন-ই মাতাদের জন্যে। শিবের মাথায় অনেকে জল ঢালে। পূজারীরা খুশী হয়, কারণ মাতারা সবচেয়ে বেশি ধন দান করে। ভক্তির প্রকৃত ভাবনা অবলা মাতাদের বেশি থাকে। পুরুষ তো যেন খগ, ক্ষণে ক্ষণে বাইরে বেরিয়ে যায়। বুদ্ধি যোগ বাইরের দিকে বেশি থাকে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর মোহ বেশি থাকে। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ যে এই হল দুঃখ ধাম। এখন সুখধাম স্থাপন করতে বাবা এসেছেন। যুক্তি রচনা করতে হবে - বাবাকে আমরা কিভাবে স্মরণ করব ? ওঁনাকে স্থূল নেত্র দ্বারা দেখা যাবেনা। আত্মা এই কথা বলে - শিববাবা হলেন আমাদের পিতা। শিবের চিত্র দেখে খুব খুশী হয়।

বাচ্চারা তোমাদের যোগ অব্যভিচারী হওয়া উচিত। শিবের চিত্র রেখে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করতে থাকো। ব্রহ্মাবাবা নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের প্রতি কত প্রেম ছিল ! তারপর একদিন খেয়াল পড়ল - লক্ষ্মী দাসী রূপে পদ সেবা করছেন। এমন তো ঠিক নয় । তখন চিত্রকারকে বললেন - এই চিত্র থেকে লক্ষ্মীকে মুক্ত করে দাও। বাকি নারায়ণের চিত্র পকেটে থাকত। একটি পকেটে, একটি ধন বাক্সে। ক্ষণে ক্ষণে সেই চিত্র দেখতেন। যেন আনন্দে আত্ম হারা। কিন্তু সবাই গুপ্ত ভাবে করতেন। কেউ যেন না দেখে। নাহলে বলবে - এই সব কি করে ? প্রথমে কৃষ্ণের প্রতি প্রেম ছিল তাঁকে ছেড়ে বিষ্ণুর প্রতি প্রেম হয়ে যায়। যেমন নৌধা ভক্তি (একাগ্র ভক্তি) করা হয়। যদিও এই স্মরণও নবধা বা একাগ্রচিত্তে হওয়া উচিত , এতে প্রাপ্তি হয় অসীম। ওই ব্যক্তি দ্বারা অল্পকালের সুখের প্রাপ্তি হয়। আবার পরের জন্মে পরিশ্রম করতে হয়। ভক্তিতে, ব্যবসা বাণিজ্যে পরিশ্রম লাগে। কামাও , তবে খাও। বাবা তোমাদের এই একটি জন্মে এমন পরিশ্রম করান যে ২১ জন্মের প্রালব্ধ ভোগ করতে থাকবে। কিছু পরিশ্রম করার প্রয়োজন থাকবেনা। ২১ জন্ম সদা সুখী থাকবে। তাহলে এমন বাবা যিনি পুরুষার্থ করা শেখান , তাঁকে তো স্মরণ করা উচিত তাইনা। বলা হয় - শ্বাসে প্রশ্বাসে স্মরণ করো। গুরুজন নিজের শিষ্যকে বলেন - মালা জপ কর। রাম-রাম জপ করতে থাকো, ব্যস। রাম-রাম জপ করতে করতে দেহে শিহরণ জাগে। রাম-রাম জপের নেশায় মত্ত হয়। যেন রামের পুরী পৌঁছে গেছে। তোমাদের তো বাবা বলেন - একমাত্র শিববাবার স্মরণ অজপাজাপ করো আর কিছু যেন মনে না থাকে। কিন্তু মায়াও সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। ভক্তি মার্গে মায়া থোড়াই সম্মুখে আসে। এইটি হল মায়া ও ঈশ্বরের বাচ্চাদের যুদ্ধ। নাটকও তৈরি ক'রে - ভগবান এমন বলেছেন , মায়া অমন বলেছে। এখন হল সঙ্গমযুগ। মায়ার উল্টো পাল্টা সঙ্কল্প বিকল্প তো আসতেই থাকবে। এমন ঝড় আসে যে মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দেয়। এই টি আবার মায়া রাবণের ঝড়। এর থেকে রক্ষা পেতে বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। তোমরা বলবে আমাদের পরম পিতা পরমাত্মা রাজ যোগের শিক্ষা দেন।

তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে - তোমাদের এই সন্ন্যাস কে করাচ্ছেন ? তোমাদের গুরু কে ? তোমরা বোলো - পরম পিতা পরমাত্মা। এমন কেউ হবে না যাকে ভগবান এসে সন্ন্যাস করাবে। তারা সব মানুষ, মানুষকে করায়। এখানে বাবা এসে বলেন - দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ কর। এই পুরানো দুনিয়ার ত্যাগ করে নতুন দুনিয়ার স্মরণ কর - সন্ন্যাসী এমন বলবেন না। এখন তো প্রাক্টিক্যালে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে, তাই সবার দিক থেকে বুদ্ধি যোগ সরিয়ে একমাত্র বাবার সঙ্গে বুদ্ধি দ্বারা যোগযুক্ত হতে হবে। তোমাদের আশীর্বাদ (এনগেজমেন্ট) হয় কিনা। দেহধারীকে স্মরণ করলে এই এনগেজমেন্ট ঢিলে হয়ে যাবে। সর্ব ধর্মানি পরিত্যজ মামেকম্ শরণং ব্রজ (দেহ সহ দেহের সব ধর্মের পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণে এসো বা আমাকে স্মরণ করো)। আমি অমুক, আমি আমি ছেড়ে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। ৮৪ জন্মের কথা তো তোমরা জেনেছ। এবারে খুশীতে ফিরে এসো। করতল ধ্বনি দাও। আমরা আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। নিজেকে দেহী ভাবতে হবে। আমরা আত্মারা সর্ব প্রথম সর্বাঙ্গ সুন্দর ছিলাম, তারপর ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। এবারে ফিরে গিয়ে পুনরায় এসে স্বর্গে রাজত্ব করব। এই স্ব দর্শন চক্রটি ঘোরানো কত সহজ। শিবের চিত্র যেন পকেটে থাকে। বাবা আপনি এসেছেন, আমাদের বাবা কিনা - এমন এমন কথা বলা উচিত। কৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তি মার্গে এমন কথা বলা হত তাইনা। শিবের ফার্স্টক্লাস লকেট সোনা-রুপোর তৈরি করবে । গরীবদের দেওয়া হবে সোনার, ধনীদের দেওয়া হবে রুপোর। মাতারা খুব মিষ্টি হয়। গ্রামের লোকের মনোভাব ভালো হয়। সাধারণ

বাচ্চাদের দেখে বাবাও খুশী হন। কৃষ্ণকে গ্রামের ছেলে বলা হত কিনা। কৃষ্ণ তো গ্রামের ছেলে হতে পারেনা। কৃষ্ণ তো স্বর্গের মালিক। এনার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং কৃষ্ণের কথা মিক্স করে দিয়েছে। গ্রামের সম্পূর্ণ অনুভব এনার আছে। সুতরাং শিববাবা বা কৃষ্ণ গ্রামের ছেলে হতে পারেনা। হ্যাঁ, ইনি (ব্রহ্মাবাবা) শৈশবে ছিলেন। গ্রামে থেকে বড় হয়েছেন। এই সাধারণ দেহে বাবা এসে প্রবেশ করেছেন। বাবা মুখ্য কথাটি বুঝিয়েছেন যে সমস্ত কিছু নির্ভর করছে স্মরণে। কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। লৌকিক সন্তান এমন কখনও বলবে কি – আমি বাবাকে ভুলে যাই। সজনী কখনও সজনকে ভুলে যায় কি ? অসম্ভব। এইটি হল বাচ্চারা তোমাদের পরিশ্রমের বিষয়। নিরন্তর স্মরণের অভ্যাস দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। নাহলে দন্ড ভোগ করতে হবে। বিজয় মালায় আসতে পারবেনা। কামাল তো হল বাবার যিনি এসে বৃদ্ধা, দরিদ্র ,গণিকা, অহল্যা, কুব্জা ইত্যাদিকে আপন করেন। যদিও কোনোরকম চিত্রের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যেহেতু মায়া ভুলিয়ে দেয়, তাই চিত্র রাখা হয়। বুদ্ধিতে থাকা উচিত আমরা যাই বাবার কাছে। পথ তো দেখেছি মুক্তি-জীবনমুক্তির। আর অন্য কেউ পান্ডা হয়ই না। একেই ইন্দ্রপ্রস্থ বলা হয়, কোনো পতিত এসে লুকিয়ে বসলে পাথরবুদ্ধি হয়ে যাবে। বাবা তো হলেন অন্তর্যামী কিনা ! এই বাবা অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবা হলেন বাহ্যযামী । ঐ বাবা কিন্তু চট করে জানতে পারেন – পতিত লুকিয়ে বসে আছে। তখন এমন পতিতকে যে এনেছে তাকে এবং যে পতিত বসে আছে – দুইজনকেই দন্ড দেওয়া হবে তাই কখনও পতিতকে সঙ্গে নিয়ে যাবেনা। নিয়ম খুবই কঠিন। কোনো পতিতকে বসানো উচিত নয়। তা নাহলে পাপের ভাগী হবে। এখানে কোনোরকম চুরি, ঠগবাজি চলবে না । পাপ ও পুণ্যের হিসেব নিকেশ ধর্মরাজের কাছে থাকে তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সবার স্মৃতিকে গুটিয়ে নিয়ে, বুদ্ধি যোগ সবার সঙ্গে সরিয়ে নিয়ে এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে। শিববাবার জন্য আলাদা একটি ঘর বানিয়ে সেখানে ওঁনার অব্যভিচারী স্মরণে বসতে হবে।

২) নিজের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে হবে। আমরা প্রথমে কত সুন্দর (ফর্সা) ছিলাম, তারপর ৮৪ জন্ম নিয়ে এখন খুশী মনে ফিরে যাই – এমন এমন কথা নিজের সঙ্গে বলতে হবে, স্ব দর্শন চক্র ঘোরাতে হবে।

বরদান : -- একের স্মৃতি দ্বারা একরস স্থিতির নির্মাণকারী উঁচু পদের অধিকারী ভব

ব্যাখা: একরস স্থিতি নির্মাণের জন্যে সদা একের স্মৃতিতে স্থিত থাকো। যদি একের পরিবর্তে অন্য কারো স্মৃতি আসে তবে একরস স্থিতির বদলে বহুরস স্থিতি হয়ে যাবে। যে সময় অন্য কোনো রস আকৃষ্ট করে , সেই সময় যদি তোমাদের শেষ সময় হয় তাহলে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবেনা, তাই প্রতিটি সেকেন্ড অ্যাটেনশন রাখো। সর্বদা একের পাঠ পাকা হোক, এক পিতা, একমাত্র সঙ্গমের সময় ও একরস স্থিতিতে থাকতে হবে তবে উঁচু পদ মর্যাদার অধিকার প্রাপ্ত হবে।

স্লোগান – শুদ্ধ সংকল্পের ভোজন স্বীকার করে যে – সে-ই হল সত্যিকারের বৈষ্ণব।